বেলা-অবেলা-কালবেলা

জীবনানন্দ দাশ

BANGLADARSHAN.COM

মাঘসংক্রান্তির রাতে

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।
অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানবহৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্বলে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে;
বুঝেছি ভোরের বেলা রোদে নীলিমায়,
আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্কশিখায়;
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

BANGLADARSHAN.COM

আমাকে একটি কথা দাও

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
সহজ মহৎ বিশাল,
গভীর;—সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুক্‌দের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন;
আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর।
সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো;
সেই দিনের—আলোর অন্তহীন এঞ্জিন- চঞ্চল ডানার মতন
সেই উজ্জ্বল পাখিনীর—পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৫৮

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে

মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্র অই:
কুলবধূর বহিরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে
হিজল গাছে জামের বনে হলুদ পাখির মতো
রূপসাগরের পার থেকে কি পাখনা বাড়িয়ে
বাস্তবিকই রৌদ্র এখন? সত্যিকারের পাখি?
কে যে কোথায় কার হৃদয়ে কখন আঘাত করে।
রৌদ্রবরন দেখেছিলাম কঠিন সময়-পরিক্রমার পথে–
নারীর,–তবু ভেবেছিলাম বহিঃপ্রকৃতির।
আজকে সে-সব মীনকেতনের সাড়ার মতো, তবু
অন্ধকারের মহাসনাতনের থেকে চেয়ে
আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হলে
বলে: 'আমি রোদ কি ধুলো পাখি না সেই নারী?'
পাতা পাথর মৃত্যু কাজের ভূকন্দরের থেকে আমি শুনি;
নদী শিশির পাখি বাতাস কথা বলে ফুরিয়ে গেলে পরে
শান্ত পরিচ্ছন্নতা এক এই পৃথিবীর প্রাণে
সফল হতে গিয়েও তবু বিষণ্ণতার মতো।
যদিও পথ আছে–তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো–
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানবসাগরে।
তবুও তোমায় জেনেছি, নারি, ইতিহাসের শেষে এসে; মানবপ্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

মাসিক বসুমতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

সময়সেতুপথে

ভোরের বেলার মাঠ প্রান্তর নীলকণ্ঠ পাখি,
দুপুরবেলার আকাশে নীল পাহাড় নীলিমা,
সারাটি দিন মীনরৌদ্রমুখর জলের স্বর,–
অনবসিত বাহির-ঘরের ঘরণীর এই সীমা।
তবুও রৌদ্র সাগরে নিভে গেল;
বলে গেল: ‘অনেক মানুষ মরে গেছে’; ‘অনেক নারীরা কি
তাদের সাথে হারিয়ে গেছে?’–বলতে গেলাম আমি;
উঁচু গাছের ধূসর হাড়ে চাঁদ না কি সে পাখি
বাতাস আকাশ নক্ষত্র নীড় খুঁজে
বসে আছে এই প্রকৃতির পলকে নিবিড় হয়ে;
পুরুষনারী হারিয়ে গেছে শষ্প নদীর অমনোনিবেশে,
অমেয় সুসময়ের মতো রয়েছে হৃদয়ে।

একক। ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৪

BANGLADARSHAN.COM

যতিহীন

বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড়
কয়েক ফলা দীর্ঘতম সূর্যকিরণ বুকে
জাগিয়ে তুলে হলুদ নীল কমলা রঙের আলোয়
জ্বলে উঠে ঝরে গেল অন্ধকারের মুখে।
যুবারা সব যে যার ঢেউয়ে–
মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
কোথায় আছে জানি না তো;
কোথায় সমাজ, অর্থনীতি?–স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো,–
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল করে!
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হয়ে গেলে,–তবু আর এক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হয়ে
পথে-পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দ্বীপ বানাল যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।
প্রাচীন কথা নতুন করে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে।
ভাবছে একা-একা বসে
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে:
আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ
যে দোর কঠিন; নেই মনে হয়;–সে দ্বার খুলে দিয়ে
যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক নদীর জল

অনেক নদীর জল উবে গেছে–
ঘর বাড়ি সাঁকো ভেঙে গেল;
সে-সব সময় ভেদ করে ফেলে আজ
কারা তবু কাছে চলে এল।
যে সূর্য অয়নে নেই কোনো দিন,
–মনে তাকে দেখা যেত যদি–
যে নারী দেখেনি কেউ–ছ'-সাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ে এসেছে সেই নদী।
তুমি কথা বল–আমি জীবন-মৃত্যুর শব্দ শুনি:
সকালে শিশিরকণা যে-রকম ঘাসে
অচিরে মরণশীল হয়ে তবু সূর্য আবার
মৃত্যু মুখে নিয়ে পরদিন ফিরে আসে।
জন্মতারকার ডাকে বারবার পৃথিবীতে ফিরে এসে আমি
দেখেছি তোমার চোখে একই ছায়া পড়ে:
সে কি প্রেম? অন্ধকার?–ঘাস ঘুম মৃত্যু প্রকৃতির
অন্ধ চলাচলের ভিতরে।
স্থির হয়ে আছে মন; মনে হয় তবু
সে ধ্রুব গতির বেগে চলে,
মহা-মহা রজনীর ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে;
সৃষ্টির গভীর-গভীর হংসী প্রেম
নেমেছে–এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।

'এখানে পৃথিবী আর নেই–'
বলে তারা পৃথিবীর জনকল্যাণেই
বিদায় নিয়েছে হিংসা ক্লান্তির পানে;
কল্যাণ-কল্যাণ; এই রাত্রির গভীরতর মানে।
শান্তি এই আজ;
এইখানে স্মৃতি;

BANGLADARSHAN.COM

এখানে বিস্মৃতি তবু; প্রেম
ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।

চতুরঙ্গ। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯

BANGLADARSHAN.COM

শতাব্দী

চারদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি;
ঐখানেতে আলোকস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে ঢের
একটি-দুটি তারার সাথে;—তারপরেতে অনেকগুলো তারা;
অন্নে ক্ষুধা মিটে গেলেও মনের ভিতরের
ব্যথার কোনো মীমাংসা নেই জানিয়ে দিয়ে আকাশ ভরে জ্বলে;
হেমন্ত-রাত ক্রমেই আরো অবোধ ক্লান্ত অধোগামী হয়ে
চলবে কি না ভাবতে আছে—ঋতুর কামচক্রে সে তো চলে;
কিন্তু আরও আশা আলো চলার আকাশ রয়েছে কি মানবহৃদয়ে।
অথবা এ মানবপ্রাণের অনুতর্ক; হেমন্ত খুব স্থির
সুপ্রতিভ ব্যাপ্ত হিরণগভীর সময় বলে
ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে
উন্নতি প্রেম কাম্য মনে হলে
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক ভাবি;
চারিদিকে রক্তে রৌদ্রে অনেক বিনিময়ে ব্যবহারে
কিছুই তবু ফল হল না; এসো মানুষ, আবার দেখা যাক
সময় দেশ ও সন্ততিদের কি লাভ হতে পারে।
ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি আজ পৃথিবীর তীরে;
কথা ভাবায়, ভ্রান্তি ভাঙে, ক্রমেই বীতশোক
করে দিতে পারে বুঝি মানবভাবনাকে;
অন্ধ অভিভূতের মতো যদিও আজ লোক
চলছে, তবু মানুষকে সে চিনে নিতে বলে:
কোথায় মধু—কোথায় কালের মক্ষিকারা—কোথায় আহ্বান
নীড় গঠনের সমবায়ের শান্তি-সহিষ্ণুতার;—
মানুষও জ্ঞানী; তবুও ধন্য মক্ষিকাদের জ্ঞান।
কাছে-দূরে এই শতাব্দীর প্রাণনদীরা রোল
স্তব্ধ করে রাখে গিয়ে যে-ভূগোলের অসারতার পরে
সেখানে নীলকণ্ঠ পাখি ফসল সূর্য নেই,
ধূসর আকাশ,—একটি শুধু মেরুন রঙের গাছের মর্মরে

BANGLADARSHAN.COM

আজ পৃথিবীর শূন্য পথ ও জীবনবেদের নিরাশা তাপ ভয়
জেগে ওঠে,—এ সুর ক্রমে নরম—ক্রমে হয়তো আরও কঠিত হতে পারে;
সোফোক্লেস ও মহাভারত মানবজাতির এ ব্যর্থতা জেনেছিল; জানি;
আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে।

দেশ। ৩০ ভাদ্র ১৩৫৭

BANGLADARSHAN.COM

সূর্য নক্ষত্র নারী

তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিল
সবচেয়ে আগে; জানি আমি।
সে দিনও তোমার সাথে মুখ-চেনা হয় নাই।
তুমি যে এ পৃথিবীতে রয়ে গেছ
আমাকে বলেনি কেউ।
কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল
রয়ে গেছে;–
যে যার নিজের কাছে আছে, এই অনুভবে চলে
শিয়রে নিয়ত স্ফীত সূর্যকে চেনে তারা;
আকাশের সপ্রতিভ নক্ষত্রকে চিনে উদীচীর
কোনো জল কী করে অপর জল চিনে নেবে অন্য নির্ঝরের?
তবুও জীবন ছুঁয়ে গেলে তুমি;–
আমার চোখের থেকে নিমেষনিহত
সূর্যকে সরায়ে দিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সরে যেত; তবুও আয়ুর দিন ফুরোবার আগে
নব-নব সূর্যকে কে নারীর বদলে
ছেড়ে দেয়? কেন দেব? সকল প্রতীতি উৎসবের
চেয়ে তবু বড়ো
স্থিরতর প্রিয় তুমি;–নিঃসূর্য নির্জন
করে দিতে এলে।
মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে আমি যদি মিলিত হতাম
তোমার উৎসের সাথে, তবে আমি অন্য সব প্রেমিকের মতো
বিরাট পৃথিবী আর সুবিশাল সময়কে সেবা করে আত্মস্থ হতাম।
তুমি তা জান না, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি;–
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিল, নেই;–বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায়;–মানুষ অপরিজ্ঞাত সে অমায়; তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায়!

আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে কোথায় চলেছি।

দুই

চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার হয়ে গেছে, নারি,
অবতীর্ণ শরীরের অনুভূতি ছাড়া আরও ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই, যা জ্বালালে
তোমার শরীর সব আলোকিত করে দিয়ে স্পষ্ট করে দেবে কোনো কালে
শরীরে যা রয়ে গেছে।
এইসব ঐশী কাল ভেঙে ফেলে দিয়ে
নতুন সময় গড়ে নিজেকে না গড়ে তবু তুমি
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারে একবার জন্মাবার হেতু
অনুভব করেছিলে;–
জন্ম-জন্মান্তের মৃত স্মরণের সাঁকো
তোমার হৃদয় স্পর্শ করে বলে আজ
আমাকে ইশারাপাত করে গেলে তারই;–
অপার কালের স্রোত না পেলে কি করে তবু, নারি,
তুচ্ছ, খণ্ড, অল্প সময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে–
তোমার নিবিড় নিজ চোখ এসে নিজের বিষয় নিয়ে যাবে?
সময়ের কক্ষ থেকে দূর কক্ষে চাবি
খুলে ফেলে তুমি অন্য সব মেয়েদের
আত্মঅন্তরঙ্গতার দান
দেখায়ে অনঙ্ককাল ভেঙে গেলে পরে,
যে দেশে নক্ষত্র নেই–কোথাও সময় নেই আর–
আমারও হৃদয়ে নেই বিভা–
দেখাবে নিজের হাতে–অবশেষে–কী মকরকেতনে প্রতিভা।

তিন

তুমি আছো জেনে আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
তাই শুধু কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য, তবু হৃদয়ের কাছে ছিল অন্য-কোনো নাম।

BANGLADARSHAN.COM

অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
দ্বীপাতীত লক্ষ্যে অবিরাম চলে যাওয়া।
শোককে স্বীকার করে অবশেষে তবে
নিমেষের শরীরের উজ্জ্বকায় অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।
আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের মতো
তুমি যে শরীর নিয়ে রয়ে গেছ, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু—হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষমানুষ?—
ভাবি আমি;—জানি আমি, তবু
সে কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার নেই;—
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে।

BANGLADARSHAN.COM

পূর্বাশা। কার্তিক ১৩৫৩

চারিদিকে প্রকৃতির

চারিদিকে প্রকৃতির ক্ষমতা নিজের মতো ছড়ায়ে রয়েছে।
সূর্য আর সূর্যের বনিতা তপতী–
মনে হয় ইহাদের প্রেম
মনে করে নিতে গেলে, চুপে
তিমিরবিদারী রীতি হয়ে এরা আসে
আজ নয়,–কোনো এক আগামী আকাশে।
অন্নের ঋণ, বিমলিন স্মৃতি সব
বন্দরবস্তির পথে কোনো এক দিন
নিমেষের রহস্যের মতো ভুলে গিয়ে
নদীর নারীর কথা–আরও প্রদীপ্তির কথা সব
সহসা চকিত হয়ে ভেবে নিতে গেলে বুঝি কেউ
হৃদয়কে ঘিরে রাখে, দিতে চায় একা আকাশের
আশেপাশে অহেতুক ভাঙা শাদা মেঘের মতন।
তবুও নারীর নাম ঢের দূরে আজ,
ঢের দূরে মেঘ;
সারাদিন নিলেমের কালিমার খারিজের কাজে মিশে থেকে
ছুটি নিতে ভালোবেসে ফেলে যদি মন
ছুটি দিতে চায় না বিবেক।
মাঝে-মাঝে বাহিরের অন্তহীন প্রসারের থেকে
মানুষের চোখে-পড়া-না-পড়া সে কোনো স্বভাবের
সুর এসে মানবের প্রাণে
কোনো এক মানে পেতে চায়:
যে-পৃথিবী শুভ হতে গিয়ে হেরে গেছে সেই ব্যর্থতার মানে।
চারিদিকে কলকাতা টোকিয়ো দিল্লি মস্কৌ অতলান্তিকের কলরব,
সরবরাহের ভোর,
অনুপম ভোরাইয়ের গান;
অগণন মানুষের সময় ও রক্তের যোগান
ভাঙে গড়ে ঘর বাড়ি মরুভূমি চাঁদ

BANGLADARSHAN.COM

রক্ত হাড় বসার বন্দর জেটি ডক;
প্রীতি নেই,–পেতে গেলে হৃদয়ের শান্তি স্বর্গের
প্রথম দুয়ারে এসে মুখরিত করে তোলে মোহিনী নরক।
আমাদের এ পৃথিবী যতদূর উন্নত হয়েছে
ততদূর মানুষের বিবেক সফল।
সে চেতনা পিরামিডে পেপিরাসে প্রিন্টিং-প্রেসে ব্যাপ্ত হয়ে
তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল।
শাদাসিদে মনে হয় সে সব ফসল:
পায়ের চলার পথে দিন আর রাত্রির মতন;–
তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রিত করে বারবার উত্তরসমাজ
ঈষৎ অনন্যসাধারণ।

চুন্‌টা প্রকাশ।

BANGLADARSHAN.COM

মহিলা

এইখানে শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে
ভোরের ভিতর থেকে অন্য এক পৃথিবীর মতো;
এইখানে এসে পড়ে–থেমে গেলে–একটি নারীকে
কোথাও দেখেছি বলে স্বভাববশত

মনে হয়;–কেননা এমন স্থান পাথরের ভারে কেটে তবু
প্রতিভাত হয়ে থাকে নিজের মতন লঘুভারে;
এইখানে সে দিনও সে হেঁটেছিল–আজও ঘুরে যায়;
এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিতে পারে;

অনিত্য নারীর রূপ বর্ণনায় যদিও সে কুটিল কলম
নিয়োজিত হয় নাই কোনোদিন,–তবুও মহিলা
না মরে অমর যারা তাহাদের স্বর্গীয় কাপড়
কোঁচকায়ে পৃথিবীর মসৃণ গিলা
অন্তরঙ্গ করে নিয়ে বানায়েছে নিজের শরীর।
চুলের ভিতরে উঁচু পাহাড়ের কুসম বাতাস।
দিনগত পাপক্ষয় ভুলে গিয়ে হৃদয়ের দিন
ধারণ করেছে তার শরীরের ফাঁস।

চিতাবাঘ জন্মাবার আগে এই পাহাড়ে সে ছিল;
অজগর সাপিনীর মরণের পরে।
সহসা পাহাড় বলে মেঘখণ্ডকে
শূন্যের ভিতরে

ভুল হলে–প্রকৃতিস্থ হয়ে যেতে হয়;
(চোখ চেয়ে ভালো করে তাকালেই হত;)
কেননা কেবলই যুক্তি ভালোবেসে আমি
প্রমাণের অভাববশত

তাহাকে দেখিনি তবু আজও;
এক আচ্ছন্নতা খুলে শতাব্দী নিজের মুখের নির্থলতা

BANGLADARSHAN.COM

দেখাবার আগে নেমে ডুবে যায় দ্বিতীয় ব্যথায়;
আদার ব্যাপারী হয়ে এইসব জাহাজের কথা

না ভেবে মানুষ কাজ করে যায় শুধু
ভয়াবহভাবে অনায়াসে।
কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে নারীর রাং দেখে হো-হো করে হাসে।

দুই

মহিলা তবুও নেমে আসে মনে হয়:
(বমারের কাজ সাঙ্গ হলে
নিজের এয়ারোড্রোমে–প্রশান্তির মতো?)
আছেও জেনেও জনতার কোলাহলে

তাহার মনের ভাব ঠিক কী রকম–
আপনারা স্থির করে নিন;
মনে পড়ে, সেন রায় নওয়াজ কাপুর
আয়াঙ্গার আপ্তে পেরিন–

BANGLADARSHAN.COM

এমনই পদবী ছিল মেয়েটির কোনো একদিন;
আজ তবু উনিশ'শো বেয়াল্লিশ সাল;
সম্বর মৃগের বেড় জড়ায়েছে যখন পাহাড়ে
কখনও বিকেলবেলা বিরাট ময়াল,

অথবা যখন চিল শরতের ভোরে
নীলিমার আধপথে তুলে নিয়ে গেছে
রসুয়েকে ঠোনা দিয়ে অপরূপ চিতলের পেটি,–
সহসা তাকায়ে তারা উৎসারিত নারীকে দেখেছে;

এক পৃথিবীর মৃত্যু প্রায় হয়ে গেলে
অন্য-এক পৃথিবীর নাম
অনুভব করে নিতে গিয়ে মহিলার
ক্রমেই জাগছে মনস্কাম;

ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা দশ-মহাবিদ্যা নিজেদের মুখ
দেখায়ে সমাপ্ত হলে সে তার নিজের ক্লান্ত পায়ের সংকেতে
পৃথিবীকে জীবনের মতো পরিসর দিতে গিয়ে
যাদের প্রেমের তরে ছিল আড়ি পেতে

তাহারা বিশেষ কেউ কিছু নয়,–
এখনও প্রাণের হিতাহিত
না জেনে এগিয়ে যেতে চেয়ে তবু পিছু হটে গিয়ে
হেসে ওঠে গৌড়জনোচিত

গরম জলের কাপে ভবেনের চায়ের দোকানে;
উত্তেজিত হয়ে মনে করেছিল (কবিদের হাড়
যতদূর উদ্বোধিত হয়ে যেতে পারে–
যদিও অনেক কবি প্রেমিকের হাতে স্ফীত হয়ে গেছে রাঁড়):

‘উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে এসে উনিশশো পঁচিশের জীব–
সেই নারী আপনার হংসীশ্বেত রিরংসার মতন কঠিন;
সে না হলে মহাকাল আমাদের রক্ত ছেঁকে নিয়ে
বার করে নিত না কি জনসাধারণভাবে স্যাকারিন।

আমাদের প্রাণে যেই অসন্তোষ জেগে ওঠে, সেই স্থির করে;
পুনরায় বেদনায় আমাদের সব মুখ স্থূল হয়ে গেলে
গাধার সুদীর্ঘ কান সন্দেহের চোখে দেখে তবু
শকুনের শেয়ালের চেক্‌নাই কান কেটে ফেলে।’

BANGLADARSHAN.COM

নিরুক্ত। চৈত্র ১৩৪৯

সামান্য মানুষ

একজন সামান্য মানুষকে দেখা যেত রোজ
ছিপ হাতে চেয়ে আছে; ভোরের পুকুরে
চাপেলি পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে;
উজ্জ্বল মাছের চেয়ে খানিকটা দূরে

আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান;
মনে হয়েছিল এক হেমন্তের সকালবেলায়;
এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
কেটে গেছে; তবুও আবার কেটে যায়।

আমার বয়স আজ চল্লিশ বছর;
সে আজ নেই এ পৃথিবীতে;
অথবা কুয়াশা ফেঁসে—ওপারে তাকালে
এ রকম অঘ্রাণের শীতে

BANGLADARSHAN.COM

সে-সব রুপোলি মাছ জ্বলে ওঠে রোদে,
ঘাসের ঘ্রাণের মতো স্নিগ্ধ সব জল;
অনেক বছর ধরে মাছের ভিতরে হেসে-খেলে
তবু সে তাদের চেয়ে এক তিল অধিক সরল,

এক বীট অধিক প্রবীণ ছিল আমাদের থেকে;
ঐখানে পায়চারি করে তার ভূত—
নদীর ভিতরে জলে তলতা বাঁশের
প্রতিবিম্বের মতন নিখুঁত;

প্রতিটি মাঘের হাওয়া ফাল্গুনের আগে এসে দোলায় সে সব।
আমাদের পাওয়ার ও পার্টি-পোলিটিক্স
জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরেক রকম শ্রীছাঁদ।
কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে মনে পড়ে—
সে আর সপ্তমী তিথি: চাঁদ।

প্রিয়দের প্রাণে

অনেক পুরোনো দিন থেকে উঠে নতুন শহরে
আমি আজ দাঁড়ালাম এসে।
চোখের পলকে তবু বোঝা গেল জনতাগভীর তিথি আজ;
কোনো ব্যতিক্রম নেই মানুষবিশেষে।

এখানে রয়েছে ভোর,—নদীর সমস্ত প্রীত জল;—
কবের মনের ব্যবহারে তবু হাত বাড়াতেই
দেখা গেল স্বাভাবিক ধারণার মতন সকাল—
অথবা তোমার মতো নারী আর নেই।

তবুও রয়েছে সব নিজেদের আবিষ্ট নিয়মে
সময়ের কাছে সত্য হয়ে,
কেউ যেন নিকটেই রয়ে গেছে বলে;—
এই বোধ ভোর থেকে জেগেছে হৃদয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

আগাগোড়া নগরীর দিকে চেয়ে থাকি;
অতীব জটিল বলে মনে হল প্রথম আঘাতে;
সে-রীতির মতো এই স্থান যেন নয়;
সেই দেশ বহুদিন সয়েছিল ধাতে

জ্ঞান মানমন্দিরের পথে ঘুরে বই হাতে নিয়ে;
তারপর আজকের লোকসাধারণ রাতদিন চর্চা করে,
মনে হয় নগরীর শিয়রের অনিরুদ্ধ উষা সূর্য চাঁদ
কালের চাকায় সব আর্ষপ্রয়োগের মতো ঘোরে।

কেমন উচ্ছিন্ন শব্দ বেজে ওঠে আকাশের থেকে;
মানে বুঝে নিতে গিয়ে তবুও ব্যাহত হয় মন;
একদিন হবে তবু এরোপ্লেনের—
আমাদেরও শ্রুতিবিশোধন।

দূর থেকে প্রপেলার সময়ের দৈনিক স্পন্দনে
নিজের গুরুত্ব বুঝে হতে চায় আরও সাময়িক;

রৌদ্রের ভিতরে ঐ বিচ্ছুরিত এলুমিনিয়ম
আকাশ-মাটির মধ্যবর্তিনীর মতো যেন ঠিক।

ক্রমে শীত, স্বাভাবিক ধারণার মতো এই নিচের নগরী
আরও কাছে প্রতিভাত হয়ে আসে চোখে;
সকল দুরূহ বস্তু সময়ের অধীনতা মেনে
মানুষ ও মানুষের মৃত্যু হয়ে সহজ আলোকে

দেখা দেয়,—সর্বদাই মরণের অতীব প্রসার,—
জেনে কেউ অভ্যাসবশত তবু দু-চারটে জীবনের কথা
ব্যবহার করে নিতে গিয়ে দেখে অল্-ক্লিয়ারেরও চেয়ে বেশি
প্রত্যাশায় ব্যাপ্ত কাল ভোলেনি প্রাণের একাগ্রতা।

আশা-নিরাশার থেকে মানুষের সংগ্রামের জন্মজন্মান্তর—
প্রিয়দের প্রাণে তবু অবিনাশ, তমোনাশ আভা নিয়ে এসে
স্বাভাবিক মনে হয়: উর ময় লণ্ডনের আলো ক্রেমলিনে
না থেমে অভিজ্ঞভাবে চলে যায় প্রিয়তর দেশে।

BANGLADARSHAN.COM

তার স্থির প্রেমিকের নিকট

বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই,–আমি বলি না তা।
কারও লাভ আছে,–সকলেরই;–হয়তো বা ঢের।
ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে
পেয়েছি ধবল শব্দ–বাতাসতাড়িত পাখিদের।

মোমের প্রদীপ বড়ো ধীরে জ্বলে–ধীরে জ্বলে–আমার টেবিলে;
মনীষার বইগুলো আরো স্থির,–শান্ত,–আরাধনাশীল;
তবু তুমি রাস্তায় বার হলে,–ঘরেরও কিনারে বসে টের পাবে না কি
দিকে-দিকে নাচিতেছ কী ভীষণ উন্মত্ত সলিল।

তারই পাশে তোমারও রুধির কোনো বই–কোনো প্রদীপের মতো আর নয়;
হয়তো শঙ্খের মতো সমুদ্রের পিতা হয়ে সৈকতের ’পরে
সেও সুর আপনার প্রতিভায়–নিসর্গের মতো:
রূঢ়–প্রিয়–প্রিয়তম চেতনার মতো তারপরে।
তাই আমি ভীষণ ভিড়ের ক্ষোভে বিস্তীর্ণ হাওয়ার স্বাদ পাই;
না হলে মনের বনে হরিণীকে জড়ায় ময়াল:
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি সে রকম জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি; কোনো গ্লাসিয়ার-হিম স্তব্ধ কর্মোরেন্ট পাল–
বুঝিবে আমার কথা; জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাস্ অবসানে
তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা। পৌষ ১৩৪৫

অবরোধ

বহুদিন আমার এ হৃদয়কে অবরোধ করে রয়ে গেছে;
হেমন্তের স্তব্ধতায় পুনরায় করে অধিকার।
কোথায় বিদেশে যেন
এক তিল অধিক প্রবীণ এক নীলিমার পারে
তাহাকে দেখিনি আমি ভালো করে—তবু মহিলার
মনন-নিবিড় প্রাণ কখন আমার চোখঠারে
চোখ রেখে বলে গিয়েছিল:
'সময়ের গ্রন্থি সনাতন, তবু সময়ও তা বেঁধে দিতে পারে?'

বিবর্ণ জড়িত এক ঘর;
কী করে প্রাসাদ তাকে বলি আমি?
অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের 'পর
ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার;
মাতিসের—সেজানের—পিকাসোর;
অথবা কিসের ছবি? কিসের ছবির হাড়গোড়?

BANGLADARSHAN.COM

কেবল আধেক ছায়া—
ছায়ায় আশ্চর্য সব বৃত্তের পরিধি রয়ে গেছে।
কেউ দেখে—কেউ তাহা দেখেনাকো—আমি দেখি নাই।
তবু তার অবলঙ কালো টেবিলের পাশে আধাআধি চাঁদনির রাতে
মনে পড়ে আমিও বসেছি একদিন।
কোথাকার মহিলা সে? কবেকার?—ভারতী নর্ডিক গ্রীক মুশ্লিম মার্কিন?
অথবা সময় তাকে শনাক্ত করে না আর;
সর্বদাই তাকে ঘিরে আধো অন্ধকার;
চেয়ে থাকি—তবুও সে পৃথিবীর ভাষা ছেড়ে পরিভাষাহীন।
মনে পড়ে সেখানে উঠোনে এক দেবদারু গাছ ছিল।
তারপর সূর্যালোকে ফিরে এসে মনে হয় এইসব দেবদারু নয়।
সেইখানে তম্বুরার শব্দ ছিল।
পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে—বেজে ওঠে; সুর তান লয়
গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।

একদিন রাত্রি এসে সকলের ঘুমের ভিতরে
আমাকে একাকী জেনে ডেকে নিল—অন্য-এক ব্যবহারে
মাইলটাক দূরে পুরোপুরি।
সবই আছে—খুব কাছে; গোলকধাঁধার পথে ঘুরি
তবুও অনন্ত মাইল তারপর—কোথাও কিছুই নেই বলে।
অনেক আগের কথা এই সব—এই
সময় বৃত্তের মতো গোল ভেবে চুরুটের আস্ফোটে জানুহীন, মলিন সমাজ
সেই দিকে অগ্রসর হয় রোজ—একদিন সেই দেশ পাবে।
সেই নারী নেই আর ভুলে শতাব্দীর অন্ধকার ব্যসনে ফুরাবে।

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৪৮

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবীর রৌদ্রে

কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী–
যত দূর মানুষের ছায়া গিয়ে পড়ে
মৃত্যু আর নিরুৎসাহের থেকে ভয় আর নেই
এ-রকম ভোরের ভিতরে।

যত দূর মানুষের চোখ চলে যায়
উর ময় হরপ্পা আথেন্‌স্‌ রোম কলকাতা রোদের সাগরে
অগণন মানুষের শরীরের ভিতরে বন্দিনী
মানবিকতার মতো; তবুও তো উৎসাহিত করে?

সে অনেক লোক লক্ষ্য অসম্ভবভাবে মরে গেছে।
ঢের আলোড়িত লোক বেঁচে আছে তবু।
আরও স্মরণীয় উপলব্ধি জন্মাতেছে।
যা হবে তা আজকের নরনারীদের নিয়ে হবে।
যা হল তা কালকের মৃতদের নিয়ে হয়ে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

কঠিন অমেয় দিন রাত এই সব।
চারিদিকে থেকে-থেকে মানব ও অমানবিকতা
সময়সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হয়ে
চেয়ে দেখে শুধু মরণের
কেমন অপরিমেয় ছটা।
তবু এই পৃথিবীর জীবনই গভীর।

এক–দুই–শত বছরের
পাথর নুড়ির পথে স্রোতের মতন
কোথায় যে চলে গেছে কোন্‌ সব মানুষের দেহ,
মানুষের মন।
আজ ভোরে সূর্যালোকিত জল তবু
ভাবনালোকিত সব মানুষের ক্রম,–
তোমরা শতকী নও;

তোমরা তো উনিশশো অনন্তের মতন সুগম।
আলো নেই? নরনারী কলরোল আলোর আবহ
প্রকৃতির? মানুষেরও; অনাদির ইতিহাসসহ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রয়াণপটভূমি

বিকেলবেলার আলো ক্রমে নিভেছে আকাশ থেকে।
মেঘের শরীর বিভেদ করে বর্শাফলার মতো
সূর্যকিরণ উঠে গেছে নেমে গেছে দিকে-দিগন্তরে;
সকলই চুপ কী এক নিবিড় প্রণয়বশত।
কমলা হলুদ রঙের আলো–আকাশ নদী নগরী পৃথিবীকে
সূর্য থেকে লুপ্ত হয়ে অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে
ধীরে-ধীরে ডুবিয়ে দেয়;–মানবহৃদয়, দিন কি শুধু গেল?
শতাব্দী কি চলে গেল!–হেমন্তের এই আঁধারের হিম লাগে;
চেনা জানা প্রেম প্রতীতি প্রতিভা সাধ নৈরাজ্য ভয় ভুল
সব-কিছুতেই ঢেকে ফেলে অধিকতর প্রয়োজনের দেশে
মানবকে সে নিয়ে গিয়ে শান্ত–আরও শান্ত হতে যদি
অনুজ্ঞা দেয় জনমনবসভ্যতার এই ভীষণ নিরুদ্দেশে,–
আজকে যখন সান্ত্বনা কম, নিরাশা ঢের, চেতনা কালজয়ী
হতে গিয়ে প্রতি পলেই আঘাত পেয়ে অমেয় কথা ভাবে,–
আজকে যদি দীন প্রকৃতি দাঁড়ায় যতি যবনিকার মতো
শান্তি দিতে মৃত্যু দিতে;–জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সূর্যসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে;
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্‌সাধনার;–নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরও নতুন অমল পৃথিবীর।

BANGLADARSHAN.COM

সূর্য রাত্রি নক্ষত্র

এইখানে মাইল-মাইল ঘাস ও শালিক রৌদ্র ছাড়া কিছু নেই।
সূর্যালোকিত হয়ে শরীর ফসল ভালোবাসি:
আমারই ফসল সব—মীন কন্যা এসে ফলালেই
বৃশ্চিক কর্কট তুলা মেষ সিংহ রাশি
বলয়িত হয়ে উঠে আমাকে সূর্যের মতো ঘিরে
নিরবধি কাল নীলাকাশ হয়ে মিশে গেছে আমার শরীরে।
এই নদী নীড় নারী কেউ নয়;—মানুষের প্রাণের ভিতরে
এ পৃথিবী তবুও তো সব।
অধিক গভীরভাবে মানবজীবনে ভালো হলে
অধিক নিবিড়তরভাবে প্রকৃতিকে অনুভব
করা যায়। কিছু নয়—অন্তহীন ময়দান অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্র;—
তারপর কেউ তাকে না চাইতে নবীন করুণ রৌদ্রে ভোর;—
অভাবে সমাজ নষ্ট না হলে মানুষ এই সবে
হয়ে যেত এক তিল অধিক বিভোর।

BANGLADARSHAN.COM

জয়জয়ন্তীর সূর্য

কোনো দিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনো দিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠ বিকেলে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে
চিন্তার সংবেগ এসে মানুষের প্রাণে হাত রাখে;
তাহাকে থামায়ে রাখে।
সে চিন্তার প্রাণ
সাম্রাজ্যের উত্থানের পতনের বিবর্ণ সন্তান
হয়েও যা কিছু শুভ্র রয়ে গেছে আজ–
সেই সোম-সুপর্ণের থেকে এই সূর্যের আকাশে–
সে-রকম জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে আসে।
কোথাও রৌদ্রের নাম–
অন্নের নারীর নাম ভালো করে বুঝে নিতে গেলে
নিয়মের নিগড়ের হাত এসে ফেঁদে
মানুষকে যে আবেগে যতদিন বেঁধে
রেখে দেয়,
যতদিন আকাশকে জীবনের নীল মরুভূমি মনে হয়,
যতদিন শূন্যতায় ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে–তবে
বন্দরে সৌধের ঊর্ধ্বে চাঁদের পরিধি মনে হবে,–
ততদিন পৃথিবীর কবি আমি–অকবির অবলেশ আমি
ভয় পেয়ে দেখি–সূর্য ওঠে;
ভয় পেয়ে দেখি–অস্তগামী।
যে সমাজ নেই তবু রয়ে গেছে, সেখানে কায়েমী
মরুকে নদীর মতো মনে ভেবে অনুপম সাঁকো
আজীবন গড়ে তবু আমাদের প্রাণে
প্রীতি নেই–প্রেম আসেনাকো।
কোথাও নিয়তিহীন নিত্য নরনারীদের খুঁজে
ইতিহাস হয়তো ক্রান্তির শব্দ শোনে; পিছে টানে;
অনন্ত গণনাকাল সৃষ্টি করে চলে;

BANGLADARSHAN.COM

কেবলই ব্যক্তির মৃত্যু গণনাবিহীন হয়ে পড়ে থাকে জেনে নিয়ে–তবে
তাহাদের দলে ভিড়ে কিছু নেই–তবু
সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে?

সংকল্পের সকল সময়
শূন্য মনে হয়।
তবুও তো ভোর আসে–হঠাৎ উৎসের মতো; আন্তরিকভাবে;
জীবনধারণ ছেপে নয়–তবু
জীবনের মতন প্রভাবে;
মরুর বালির চেয়ে মিল মনে হয়
বালিছুট সূর্যের বিস্ময়।
মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে,–আরও এসে যেতে পারে:
মহান সাগর গ্রাম নগর নিরুপম নদী;–
যদিও কাহারও প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয়, অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে;
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধরে চলে:
কাজ করে ভুল হলে, রক্ত হলে মানুষের অপরাধ ম্যামথের নয়
কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।

BANGLADARSHAN.COM

দৈনিক কৃষক। শারদীয় ১৩৫২

হেমন্তরাতে

শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে
হেমন্তলক্ষ্মীর সব শেষ অনিকেত আবছায়া তারাদের
সমাবেশ থেকে চোখ নামায়ে একটি পাখির ঘুম কাছে
পাখিনীর বুকে ডুবে আছে,–
চেয়ে দেখি;–তাদের উপরে এই অবিরল কালো পৃথিবীর
আলো আর ছায়া খেলে–মৃত্যু আর প্রেম আর নীড়।

এ ছাড়া অধিক কোনো নিশ্চয়তা নির্জনতা জীবনের পথে
আমাদের মানবীয় ইতিহাসচেতনায়ও নেই,–(তবু আছে)
এমনই আঘ্রানরাতে মনে পড়ে–কত সব ধূসর বাড়ির
আমলকী-পল্লবের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের ভিড়
পৃথিবীর তীরে-তীরে ধূসরিম মহিলার নিকটে সন্নত
দাঁড়ায়ে রয়েছে কত মানবের বাষ্পাকুল প্রতীকের মতো–

BANGLADARSHAN.COM

দেখে যেত; এক-আধ মুহূর্ত শুধু;–সে-অভিনিবেশ ভেঙে ফেলে
সময়ের সমুদ্রের রক্ত ঘ্রাণ পাওয়া গেল;–ভীতিশব্দ রীতিশব্দ মুক্তিশব্দ এসে
আরও ঢের পটভূমিকার দিকে-দিগন্তরে ক্রমে
মানবকে ডেকে নিয়ে চলে গেল প্রেমিকের মতো সসম্ভ্রমে।
তবুও সে প্রেম নয়, সুধা নয়–মানুষের ক্লান্ত অন্তহীন
ইতিহাস-আকূতির প্রবীণতা ক্রমায়াত করে সে বিলীন?

আজ এই শতাব্দীতে সকলেরই জীবনের হৈমন্ত সৈকতে
বালির উপরে ভেসে আমাদের চিন্তা কাজ সংকল্পের তরঙ্গকঙ্কাল
দ্বীপসমুদ্রের মতো অস্পষ্ট বিলাপ করে তোমাকে আমাকে
অন্তহীন দ্বীপহীনতার দিকে অন্ধকারে ডাকে।
কেবলই কল্লোল আলো,–জ্ঞান প্রেম পূর্ণতর মানবহৃদয়
সনাতন মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে–তবু–উনিশ'শো অনন্তের জয়

হয়ে যেতে পারে, নারি, আমাদের শতাব্দীর দীর্ঘতর চেতনার কাছে
আমরা সজ্ঞান হয়ে বেঁচে থেকে বড়ো সময়ের

সাগরের কূলে ফিরে আমাদের পৃথিবীকে যদি
প্রিয়তর মনে করি প্রিয়তম মৃত্যু অবধি;–
সকল আলোর কাজ বিষণ্ণ জেনেও তবুও কাজ করে–গানে
গেয়ে লোকসাধারণ করে দিতে পারি যদি আলোকের মানে।

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৫৩

BANGLADARSHAN.COM

নারীসবিতা

আমরা যদি রাতের কপাট খুলে ফেলে এই পৃথিবীর নীল সাগরের বারে
প্রেমের শরীর চিনে নিতাম চারিদিকের রোদের হাহাকারে–
হাওয়ায় তুমি ভেসে যেতে দখিন দিকে–যেইখানেতে যমের দুয়ার আছে;
অভিচারী বাতাসে বুক লবণ-বিলুণ্ঠিত হলে আবার আমার কাছে
উতরে এসে জানিয়ে দিতে পাখিদেরও–শাদা পাখিদেরও স্খলন আছে;
আমরা যদি রাতের কপাট খুলে দিতাম নীল সাগরের দিকে,
বিষণ্ণতার মুখের কারুকার্যে বেলা হারিয়ে যেত জ্যোতির মোজেয়িকে।

দিনের উজান রোদের ঢলে যতটা দূর আকাশ দেখা যায়
তোমার পালক শাদা আরও শাদা হয়ে অমেয় নীলিমায়
ঐ পৃথিবীর সাটিন-পরা দীর্ঘগড়ন নারীর মতো–তবুও তো এক পাখি;
সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভেঙে বৃহৎ সবিতা কি!
যা হয়েছে যা হতেছে সকল পরখ এইবারেতে নীল সাগরের নীড়ে
গুঁড়িয়ে সূর্য নারী হল, অকুলপাখার পাখির শরীরে।

BANGLADARSHAN.COM

গভীর রৌদ্রে সীমান্তের এই ঢেউ–অতিবেল সাগর, নারী, শাদা
হতে হতে নীলাভ হয়;–প্রেমের বিসার, মহীয়সী, ঠিক এ রকম আধা
নীলের মতো, জ্যোতির মতো। মানব ইতিহাসের আধেক নিয়ন্ত্রিত পথে
আমরা বিজোড়; তাই তো দুধের-বরন-শাদা পাখির জগতে
অন্ধকারের কপাট খুলে শুকতারাকে চোখে দেখার চেয়ে
উড়ে গেছি সৌরকরের সিঁড়ির বহিরাশ্রয়িতা পেয়ে।

অনেক নিমেষ অই পৃথিবীর কাঁটা গোলাপ শিশিরকণা মৃতের কথা ভেবে
তবু আরও অনঙ্ককাল বসে থাকা যেত–তবু সময় কি তা দেবে।
সময় শুধু বালির ঘড়ি সচল করে বেবিলনের দুপুরবেলার পরে
হৃদয় নিয়ে শিপ্রা নদীর বিকেলবেলা হিরণ সূর্যকরে
খেলা করে না ফুরোতেই কলকাতা রোম বৃহৎ নতুন নামের বিনিপাতে
উড়ে যেতে বলে আমায় তোমার প্রাণের নীল সাগরের সাথে।

না হলে এই পৃথিবীতে আলোর মুখে অপেক্ষাতুর বসে থাকা যেত
পাতা ঝরার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন,–কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত

শাদা রঙের সরোজিনীর মুখের দিকে চেয়ে,
কী এক গভীর বসে থাকার বিষণ্ণতার কিরণে ক্ষয় পেয়ে,
নারি, তোমার ভাবা যেত।–বেবিলনে নিনেভে নতুন কলকাতাতে কবে
ক্রান্তি, সাগর, সূর্য জ্বলে অনাথ ইতিহাসের কলরবে।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরসামরিকী

আকাশের থেকে আলো নিভে যায় বলে মনে হয়।
আবার একটি দিন আমাদের মৃগতৃষ্ণার মতো পৃথিবীতে
শেষ হয়ে গেল তবে;—শহরের ট্রাম
উত্তেজিত হয়ে উঠে সহজেই ভবিতব্যতার
যাত্রীদের বুকে নিয়ে কোন্-এক নিরুদ্দেশ কুড়োতে চলেছে।
এই দিকে পায়দলদের ভিড়—অই দিকে টর্চের মশালে বারবার
যে যার নিজের নামে সকলের চেয়ে আগে নিজের নিকটে
পরিচিত;—ব্যক্তির মতন নিঃসহায়;
জনতাকে অবিকল অমঙ্গল সমুদ্রের মতো মনে করে
যে যার নিজের কাছে নিবারিত দ্বীপের মতন
হয়ে পড়ে অভিমানে—ক্ষমাহীন কঠিন আবেগে।

সে মুহূর্ত কেটে যায়; ভালোবাসা চায় না কি মানুষ নিজের
পৃথিবীর মানুষের?—শহরের রাত্রির পথে হেঁটে যেতে-যেতে
কোথাও ট্রাফিক থেকে উৎসারিত অবিরল ফাঁস
নাগপাশ খুলে ফেলে কিছুক্ষণ থেমে থেকে এ রকম কথা
মনে হয় অনেকেরই;—
আত্মসমাহিতিকূট ঘুমায়ে গিয়েছে হৃদয়ের।

তবু কোনো পথ নেই এখনও অনেক দিন, নেই।
একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো-চেনা কোনো-এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসেনি তো।
এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে
ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে হোটেলে অলিগলির উত্তেজে
কমিটি-মিটিঙে ক্লবে অন্ধকারে অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে
সঞ্চারিত উৎসবের খোঁজে আজও সূর্যের বদলে
দ্বিতীয় সূর্যকে বুঝি শুধু অন্ন, শক্তি, অর্থ, শুধু মানবীর

BANGLADARSHAN.COM

মাংসের নিকটে এসে ভিক্ষা করে। সারাদিন—অনেক গভীর
রাতের নক্ষত্র ক্লান্ত হয়ে থাকে তাদের বিলোল কাকলিতে।
সকল নেশন আজ এই এক বিলোড়িত মহা-নেশনের
কুয়াশায় মুখ ঢেকে যে যার দ্বীপের কাছে তবু
সত্য থেকে—শতাব্দীর রাক্ষসী বেলায়
দ্বৈপ-আত্মা-অন্ধকার এক-একটি বিমুখ নেশন।

শীত আর বীতশোক পৃথিবীর মাঝখানে আজ
দাঁড়ায়ে এ জীবনের কতগুলো পরিচিত সত্ত্বশূন্য কথা—
যেমন নারীর প্রেম, নদীর জলের বীথি, সারসের আশ্চর্য ক্রেংকার
নীলিমায়, দীনতায় যেই জ্ঞান, জ্ঞানের ভিতর থেকে যেই
ভালোবাসা; মানুষের কাছে মানুষের স্বাভাবিক
দাবির আশ্চর্য বিশুদ্ধতা; যুগের নিকটে ঋণ, মন-বিনিময়,
এবং নতুন জননীতিকের কথা—আরও স্মরণীয় কাজ
সকলের সুস্থতার—হৃদয়ের কিরণের দাবি করে; আর অদূরের
বিজ্ঞানের আলাদা সজীব গভীরতা;
তেমন বিজ্ঞান যাহা নিজের প্রতিভা দিনে জেনে সেবকের
হাত দিব্য আলোকিত করে দেয়—সকল সাধের
কারণ-কর্দম-ফেনা প্রিয়তর অভিষেকে স্নিগ্ধ করে দিতে—
এই সব অনুভব করে নিয়ে সপ্রতিভ হতে হবে না কি।
রাত্রির চলার পথে এক তিল অধিক নবীন
সম্মুখীন—অবহিত আলোকবর্ষের নক্ষত্রেরা
জেগে আছে। কথা ভেবে আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
মানবস্বভাবস্পর্শে আরও ঋত—অন্তর্দীপ্ত হয়।

BANGLADARSHAN.COM

দৈনিক বসুমতী। শারদীয়

বিস্ময়

কখনও বা মৃত জনমানবের দেশে
দেখা যাবে বসেছে কৃষাণ;
মৃত্তিকা-ধূসর মাথা
আপ্ত বিশ্বাসে চক্ষুষ্মান।

কখনও ফুরুনো ক্ষেতে দাঁড়ায়েছে
সজারুর গর্তের কাছে;
সেও যেন বাবলার কাণ্ড এক
অঘ্রানের পৃথিবীর কাছে।

সহসা দেখেছি তারে দিনশেষে:
মুখে তার সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিহত;
চাঁদের ও-পিঠ থেকে নেমেছে এ পৃথিবীর
অন্ধকার ন্যুব্জতার মতো।

BANGLADARSHAN.COM

সে যেন প্রস্তরখণ্ড—স্থির—
সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে?
আস্তীর্ণ শতাব্দী বহে যায়নি কি
তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে?

কী তারা গিয়েছে দিয়ে—
নষ্ট ধান? উজ্জীবিত ধান?
সুষুম্না নাড়ীর গতি—অজ্ঞাত;
তবু আমি আরও অজ্ঞান

যখন দেখেছি চেয়ে কৃষাণকে
বিশীর্ণ পাগড়ি বেঁধে অস্তাক্ত আলোকে
গঙ্গাফড়িঙের মতো উদ্বাহু
মুকুর উঠেছে জেগে চোখে;

যেন এই মৃত্তিকার গর্ভ থেকে
অবিরাম চিন্তারাশি—নব-নব নগরীর আবাসের থাম

জেগে ওঠে একবার;
আর-একবার ঐ হৃদয়ের হিম প্রাণায়াম।

সময়ঘড়ির কাছে রয়েছে অক্লান্ত শুধু:
অবিরল গ্যাসে আলো, জোনাকিতে আলো;
কর্কট, মিথুন, মীন, কন্যা, তুলা ঘুরিতেছে;–
আমাদের অমায়িক ক্ষুধা তবে কোথায় দাঁড়ালো।

কবিতা। পৌষ ১৩৪৬

BANGLADARSHAN.COM

গভীর এরিয়েলে

ডুবল সূর্য; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।
এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে।
রক্ত ব্যথা ধনিকতার উষ্ণতা এই নীরব স্নিগ্ধ অন্ধকারের শীতে
নক্ষত্রদের স্থির সমাহীন পরিষদের থেকে উপদেশ;
পায় না নব; তবুও উত্তেজনাও যেন পায় না এখন আর;
চারদিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ–সব,
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
গ্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব।

অন্ধকারের এ হাত আমি ভালোবাসি; চেনা নারীর মতো
অনেক দিনের অদর্শনার পরে আবার হাতের কাছে এসে
জ্ঞানের আলো দিনকে দিয়ে কী অভিনিবেশে
প্রেমের আলো প্রেমকে দিতে এসেছে সময়মতো;
হাত দু-খানা ক্ষমাসফল; গণনাহীন ব্যক্তিগত গ্লানি
ইতিহাসের গোলকধাঁধায় বন্দী মরুভূমি–
সবের পরে মৃত্যুকে নয়–নীরবতায় আত্মবিচারের
আঘাত দেবার ছলে কি রাত এমন স্নিগ্ধ তুমি।

আজকে এখন আঁধারে অনেক মৃত ঘুমিয়ে আছে।
অনেক জীবিতেরা কঠিন সাঁকো বেয়ে মৃত্যুনদীর দিকে
জলের ভিতর নামছে–ব্যবহৃত পৃথিবীটিকে
সন্ততিদের চেয়েও বেশি দৈব আঁধার আকাশবাণীর কাছে
ছেড়ে দিয়ে–স্থির করে যায় ইতিহাসের গতি।
যারা গেছে যাচ্ছে–রাতে যাব সকলই তবে।
আজকে এ রাত তোমার থেকে আমায় দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে
তবুও তোমার চোখে আত্মা আত্মীয় এক রাত্রি হয়ে রবে।

তোমায় ভালোবেসে আমি পৃথিবীতে আজকে প্রেমিক, ভাবি।
তুমি তোমার নিজের জীবন ভালোবাস; কথা
এইখানেতেই ফুরিয়ে গেছে। শুনেছি তোমার আত্মলোলুপতা

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমের চেয়ে প্রাণের বৃহৎ কাহিনীদের কাছে গিয়ে দাবি
জানিয়ে নিদয় খৎ দেখিয়ে আদায় করে নেয়
ব্যাপক জীবন শোষণ করে যে-সব নতুন সচল স্বর্গ মেলে;
যদিও আজ রাষ্ট্র সমাজ অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা,
প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে তবুও তোমার গভীর এরিয়েলে।

দৈনিক বসুমতী। শারদীয় ১৩৫৬

BANGLADARSHAN.COM

ইতিহাসযান

সেই শৈশবের থেকে এ-সব আকাশ মাঠ রৌদ্র দেখেছি;
এইসব নক্ষত্র দেখেছি।
বিস্ময়ের চোখে চেয়ে কতবার দেখা গেছে মানুষের বাড়ি
রোদের ভিতরে যেন সমুদ্রের পারে পাখিদের
বিষণ্ণ শক্তির মতো আয়োজনে নির্মিত হতেছে;
কোলাহলে—কেমন নিশিত উৎসবে গড়ে ওঠে।
একদিন শূন্যতায় স্তব্ধতায় ফিরে দেখি তারা
কেউ আর নেই।
পিতৃপুরুষেরা সব নিজ স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে অতীতের দিকে
সরে যায়,—পুরোনো গাছের সাথে সহমর্মী জিনিসের মতো
হেমন্তের রৌদ্রে-দিনে-অন্ধকারে শেষবার দাঁড়ায়ে তবুও
কখনও শীতের রাতে যখন বেড়েছে খুব শীত
দেখেছি পিপুল গাছ
আর পিতাদের ঢেউ
আর সব জিনিস; অতীত।

তারপর ঢের দিন চলে গেলে আবার জীবনোৎসব
যৌনমত্ততার চেয়ে ঢের মহীয়ান, অনেক করুণ।
তবুও আবার মৃত্যু।—তারপর একদিন মউমাছিদের
অনুরণনের বলে রৌদ্র বিচ্ছুরিত হয়ে গেলে নীল
আকাশ নিজের কণ্ঠে কেমন নিঃসৃত হয়ে ওঠে;—হেমন্তের
অপরাহ্নে পৃথিবী মাঠের দিকে সহসা তাকালে
কোথাও শণের বনে—হলুদ রঙের খড়ে—চাষার আঙুলে
গালে—কেমন নিমীল সোনা পশ্চিমের
অদৃশ্য সূর্যের থেকে চুপে নেমে আসে;
প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে মৃতোপম মানুষের হাড়ে
কী যেন কিসের সৌরব্যবহারে এসে লেগে থাকে।
অথবা কখনও সূর্য—মনে পড়ে—অবহিত হয়ে
নীলিমার মাঝপথে এসে থেমে রয়ে গেছে—বড়ো

BANGLADARSHAN.COM

গোল–রাহুর আভাস নেই–এমনই পবিত্র নিরুদ্বেল।
এইসব বিকেলের হেমন্তের সূর্যছবি–তবু
দেখাবার মতো আজ কোনো দিকে কেউ
নেই আর, অনেকেই মাটির শয়ানে ফুরাতেছে।

মানুষেরা এইসব পথে এসে চলে গেছে,–ফিরে
ফিরে আসে;–তাদের পায়ের রেখায় পথ
কাটে তারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান
সমুজ্জ্বল কী অভিনিবেশে সোনা হয়ে ওঠে–দেখে;
সমস্ত দিনের আঁচ শেষ হলে সমস্ত রাতের
অগণন নক্ষত্রেও ঘুমোবার জুড়োবার মতো
কিছু নেই;–হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুর্‌পুন্‌
পিতাদের হাত থেকে ফিরেফির্‌তির মতো অন্তহীন
সন্ততির-সন্ততির হাতে
কাজ করে চলে গেছে কত দিন।
অথবা এদের চেয়ে আরেক রকম ছিল কেউ-কেউ:
ছোটো বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড়;–
সেইখানে বই পড়া হত কিছু–লেখা হত;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের
রেড়ির আলোর মতো কী যেন কেমন এক আশাবাদ ছিল
তাহাদের চোখে-মুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায়;
সংসারে সমাজ-দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হলে
ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়েও বড়ো;
অথবা বিজয়-পরাজয় সব কোনো-এক পলিত চাঁদের
এপিঠ-ওপিঠ শুধু;–সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা
দিয়ে দেবে; পৃথিবীতে হেরে গেলে কোনো ক্ষোভ নেই।

মাঝে-মাঝে প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় তারা সব জড়ো হয়ে যেত–
কোথাও সুন্দর প্রেতসত্য আছে জেনে তবু পৃথিবীর মাটির কাঁকালে
কেমন নিবিড়ভাবে বিচলিত হয়ে উঠে, আহা।
সেখানে স্থবির যুবা কোনো-এক তন্বী তরুণীর
নিজের জিনিস হতে স্বীকার পেয়েছে ভাঙা চাঁদে

BANGLADARSHAN.COM

অর্ধ-সত্যে অর্ধ-নৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে;
অনেক তরুণী যুবা–যৌবরাজ্য যাহাদের শেষ
হয়ে গেছে–তারাও সেখানে অগণন
চৈত্রের কিরণে কিংবা হেমন্তের আরও
অনবলুণ্ঠিত ফিকে মৃগতৃষ্ণিকার
মতন জ্যোৎস্নায় এসে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে প্রান্তরের পথে
চাঁদকে নিখিল করে দিয়ে তবু পরিমেয় কলঙ্কে নিবিড়
করে দিতে চেয়েছিল,–মনে-মনে–মুখে নয়–দেহে
নয়; বাংলার মানসসাধনশীত শরীরের চেয়ে আরও বেশি
জয়ী হয়ে শুক্ল রাতে গ্রামীণ উৎসব
শেষ করে দিতে গিয়ে শরীরের কবলে তো তবুও ডুবেছে বারবার
অপরাধী ভীরুদের মতো প্রাণে।
তারা সব মৃত আজ।
তাহাদের সন্ততির সন্ততিরা অপরাধী ভীরুদের মতন জীবিত।

BANGLADARSHAN.COM

‘ঢের ছবি দেখা হল–ঢের দিন কেটে গেল–ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, হাতে খননের
অস্ত্র নেই–মনে হয়–চারিদিকে ঢিবি-দেয়ালের
নিরেট নিঃসক্ত অন্ধকার’–ব’লে যেন কেউ যেন কথা বলে।
হয়তো সে বাংলার জাতীয় জীবন।
সত্যের নিজের রূপ তবুও সবের চেয়ে নিকট জিনিস
সকলের; অধিগত হলে প্রাণ জানালার ফাঁক দিয়ে চোখের মতন
অনিমেষ হয়ে থাকে নক্ষত্রের আকাশে তাকালে।
আমাদের প্রবীণেরা আমাদের আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে?
আমাদের মনীষীরা আমাদের অর্ধসত্য বলে গেছে
অর্ধমিথ্যার? জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে
চায়; তবু ভয়–হয়তো বা চাওয়ার দীনতা ছাড়া আর কিছু নেই।

ঢের ছবি দেখা হল–ঢের দিন কেটে গেল–ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, নক্ষত্রের রাতের মতন
সফলতা মানুষের দূরবীনে রয়ে গেছে,–জ্যোতির্গ্রন্থে;
জীবনের জন্যে আজও নেই।

অনেক মানুষী খেলা দেখা হল, বই পড়া সাঙ্গ হল—তবু
কে বা কাকে জ্ঞান দেবে—জ্ঞান বড়ো দূর পৃথিবীর
রুক্ষ গল্পে; আমাদের জন্যে দূর—দূরতর আজ।
সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
তা তো নেই;—স্থবিরতা আছে—জরা আছে।
চারিদিকে থেকে ঘিরে কেবলই বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ
রয়ে গেছে। নিজেকে কেবলই আত্মক্রীড় করি; নীড়
গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌন যৌথ মন্ত্রণার
মালিন্য এড়ায়ে উৎক্রান্ত হতে ভয়
পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই;
লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। আমাদের দু-হাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম
নচিকেতা ধর্মধনে উপবাসী হয়ে গেলে যম
প্রীত হয়। তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।
আমরা এখনও লুপ্ত হইনি তো।

BANGLADARSHAN.COM

এখনও পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে
ঘুরে যায়। থামালেই ভালো হত—হয়তো বা;
তবুও সকলই উৎস গতি যদি,—রৌদ্রশুভ্র সিন্ধুর উৎসবে
পাখির প্রমাথী দীপ্তি সাগরের সূর্যের স্পর্শে মানুষের
হৃদয়ে প্রতীক ব'লে ধরা দেয় জ্যোতির পথের থেকে যদি,
তাহলে যে আলো অর্ঘ্য ইতিহাসে আছে;—তবু উৎসাহ নিবেশ
যেই জনমানসের অনির্বচনীয় নিঃসঙ্কোচ
এখনও আসেনি তাকে বর্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বারবার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় আজকের চেয়ে আরও দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই, গতি আছে;—তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি অনেক স্থিরতর;
সে অনেক প্রতারণা-প্রতিভার সেতুলোক পার
হল বলে স্থির;—হতে হবে বলে দীন, প্রমাণ, কঠিন;

তবুও প্রেমিক—তাকে হতে হবে; সময় কোথাও
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজনে জেনে বিরচিত নয়; তবু
সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে বলে
মনে হয়; এর পর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।

পূর্বাশা। বৈশাখ ১৩৫৩

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প

আঁধারে হিমের রাতে আকাশের তলে
এখন জ্যোতিষ্ক কেউ নেই।
সে কারা কাদের এসে বলে:
এখন গভীর পবিত্র অন্ধকার;
হে আকাশ, হে কালশিল্পী, তুমি আর
সূর্য জাগিয়ো না;
মহাবিশ্বকারুকার্য, শক্তি, উৎস, সাধ:
মহনীয় আগুনের কী উচ্ছ্রিত সোনা?

তবুও পৃথিবী থেকে–
আমরা সৃষ্টির থেকে নিভে যাই আজ;
আমরা সূর্যের আলো পেয়ে
তরঙ্গকম্পনে কালো নদী
আলো নদী হয়ে যেতে চেয়ে
তবুও নগরে যুদ্ধে বাজারে বন্দরে
জেনে গেছি কারা ধন্য,
কারা স্বর্ণপ্রাধান্যের সূত্রপাত করে।

তাহাদের ইতিহাস-ধারা
ঢের আগে শুরু হয়েছিল;
এখুনি সমাপ্ত হতে পারে;
তবুও আলেয়াশিখা আজও জ্বালাতেছে
পুরাতন আলোর আঁধারে।

আমাদের জানা ছিল কিছু;
কিছু ধ্যান ছিল;
আমাদের উৎস-চোখে স্বপ্নছটা প্রতিভার মতো
হয়তো-বা এসে পড়েছিল;
আমাদের আশা সাধ প্রেম ছিল;–নক্ষত্রপথের
অন্তঃশূন্যে অন্ধ হিম আছে জেনে নিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

তবুও তো ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিল্প জাগে;
আমাদেরও গেছিল জাগিয়ে
পৃথিবীতে;

আমরা জেগেছি–তবু জাগাতে পারিনি;
আলো ছিল–প্রদীপের বেষ্টনী নেই;
কাজ ছিল–শুরু হল না তো;
তা হলে দিনের সিঁড়ি কী প্রয়োজনের?
নিঃস্বত্ব সূর্যকে নিয়ে কার তবে লাভ!
সচ্ছল শানিত নদী, তীরে তার সারস-দম্পতি
ঐ জল ক্লান্তিহীন উৎসানল অনুভব ক'রে ভালোবাসে;
তাদের চোখের রঙ অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে;
দিনের সূর্যের বর্ণে রাতের নক্ষত্র মিশে যায়;
তবু তারা প্রণয়কে সময়কে চিনেছে কি আজও?
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কে এসে চেনায়!

BANGLADARSHAN.COM

আমরা মানুষ ঢের ক্রূরতর অন্ধকূপ থেকে
অধিক আয়ত চোখে তবু ঐ অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি;
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্বেলিত হয়ে অনুভব করে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।
ফ্যাক্টরির সিটি এসে ডাকে যদি,
ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চলে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রি করে,
মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা,
বহমান ইতিহাসমরুকণিকার
পিপাসা মেটাতে,
ওরা যদি আমাদের ডাক দিয়ে যায়–

ডাক দেবে, তবু তার আগে
আমরা ওদের হাতে রক্ত ভুল মৃত্যু হয়ে হারায়ে গিয়েছি?

জানি ঢের কথা কাজ স্পর্শ ছিল, তবু
নগরীর ঘণ্টা-রোল যদি কেঁদে ওঠে,
বন্দরে কুয়াশা বাঁশি বাজে,
আমরা মৃত্যুর হিম ঘুম থেকে তবে
কী করে আবার প্রাণকম্পনলোকের নীড়ে নভে
জ্বলন্ত তিমিরগুলো আমাদের রেণুসূর্যশিখা
বুঝে নিয়ে হে উড্ডীন ভয়াবহ বিশ্বশিল্পলোক,
মরণে ঘুমোতে বাধা পাব?–
নবীন-নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে
আর-একবার এসে এখানে দাঁড়াব।
যা হয়েছে–যা হতেছে–এখন যা শুভ্র সূর্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে করে লবে।

মাসিক বসুমতী।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন
আলোকিত হয়ে ওঠে—রাত্রি অন্ধকার
হয়ে আসে; সর্বদাই পৃথিবীর আহ্নিক গতির
একান্ত নিয়ম, এই সব;
কোথাও লঙ্ঘন নেই তিলের মতন আজও;
অথবা তা হতে হলে আমাদের জ্ঞাতকুলশীল
মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হয় কোনো
দ্বিতীয় সময়ে;—সে-সময় আমাদের জন্যে নয় আজ।
রাতের পরের দিন—দিনের পরের রাত নিয়ে সুশৃঙ্খল
পৃথিবীকে বলয়িত মরুভূমি বলে
মনে হতে পারে তবু; শহরে নদীতে মেঘে মানুষের মনে
মানবের ইতিহাসে সে অনেক সে অনেক কাল
শেষ করে অনুভব করা যেতে পারে কোনো কাল
শেষ হয়নিকো তবু; শিশুরা অনপনেয়ভাবে
কেবলই যুবক হল,—যুবকেরা স্থবির হয়েছে,
সকলেরই মৃত্যু হবে,—মরণ হতেছে।

অগণন অঙ্কে মানুষের নাম ভোরের বাতাসে
উচ্চারিত হয়েছিল শুনে নিয়ে সন্ধ্যার নদীর
জলের মুহূর্তে সেই সকল মানুষ লুপ্ত হয়ে গেছে জেনে
নিতে হয়; কলের নিয়মে কাজ সাঙ্গ হয়ে যায়;
কঠিন নিয়মে নিরঙ্কুশভাবে ভিড়ে মানবের কাজ
অসমাপ্ত হয়ে থাকে—কোথাও হৃদয় নেই তবু।
কোথাও হৃদয় নেই মনে হয়, হৃদয়যন্ত্রের
ভয়াবহভাবে সুস্থ সুন্দরের চেয়ে এক তিল
অবান্তর আনন্দের অশোভনতায়।
ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত অসারতা
নেমে আসে;—চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ রয়ে গেছে তবু,
রৌদ্রের ফলনে সোনা নারী শস্য মানুষের হৃদয়ের কাছে,

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে তার লোকোত্তর মাথার নিকটে
স্বর্গের সিঁড়ির মতো;–হুণ্ডি হাতে অগ্রসর হয়ে যেতে হয়।

আমাদের এই শতাব্দী আজ এই পৃথিবীর সাথে
নক্ষত্রলোকের এই অবিরল সিঁড়ির পসরা
খুলে আত্মক্রীড় হল;–মাঘসংক্রান্তির রাত্রি আজ
এমন নিষ্প্রভ হয়ে সময়ের বুনোনিতে অন্ধকার কাঁটার মতন
কাকে বোনে? কেন বোনে? কোন্ দিকে কোথায় চলেছে?
এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে–ঝাউ শিশু জারুলে হাওয়ার শব্দ থেমে
আরও থেমে-থেমে গেলে–আমাদের পৃথিবীর আহ্নিক গতির
অন্ধ কণ্ঠ শোনা যায়;–শোনো, এক নারীর মতন,
জীবন ঘুমায়ে গেছে; তবু তার আঁকাবাঁকা অস্পষ্ট শরীর
নিশির ডাকের শব্দ শুনে বেবিলনে পথে নেমে
উজ্জয়িনী গ্রীসে রেনেসাঁসে রুশে আধো জেগে, তবু,
হৃদয়ে বিকিয়ে গিয়ে ঘুমায়েছে আর একবার
নির্জন হ্রদের পারে জেনিভার পপলারের ভিড়ে
অন্ধ সুবাতাস পেয়ে;–গভীর গভীরতর রাত্রির বাতাসে
লোকার্নো হ্বের্সাই মিউনিক অতলন্তের চার্টারে
উই-এন-ওয়ের ভিড়ে আশা দীপ্তি ক্লান্তি বাধা ব্যাসকূট বিষ–
আরও ঘুম–রয়ে গেছে হৃদয়ের–জীবনের;–নারী,
শরীরের জন্যে আরও আশ্চর্য বেদনা
বিমূঢ়তা লাঞ্ছনার অবতার রয়ে গেছে; রাত
এখনও রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস্
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হ্যোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হতে চায়;–বেলজেনের সবচেয়ে বেশি অন্ধকার
নিচে আরও নিচে-নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে;
পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্না,–রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয়,–মানুষের মন
সহসা আকাশপথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি
কী রকম সাহসিকা চেয়ে দেখে–সূর্যের কিরণে

BANGLADARSHAN.COM

নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে;—অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি? তবু, অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

মাসিক বসুমতী। শারদীয় ১৩৫৩

BANGLADARSHAN.COM

পটভূমির

পটভূমির ভিতরে গিয়ে কবে তোমায় দেখেছিলাম আমি
দশ-পনেরো বছর আগে; সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের ভিতর লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালালো
তোমার নিশিত নারীমুখের:—জানো তো অন্তর্যামী।
তোমার মুখ: চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল,
কোথাও কোনো বেলাভূমির নিয়ন্তা নেই,—গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে;

তারা যুবা, তারা মৃত; মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে
আজও তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছো, নারি,—
হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারই
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।
চারিদিকে অলীক সাগর—জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশিয়
সার্থবাহের অধীর আলো,—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপতিত কাল
আমরা আজও বহন করে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা...প্রেম নিভিয়ে দিলাম, প্রিয়।

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধকার থেকে

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভেতর থেকে কী করে অরণ্য জন্ম নেয়,–
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,
কী করে এ প্রকৃতিতে–পৃথিবীতে, আহা,
ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব;–অনুভব করেছি সকলই।

সূর্য জ্বলে,–কল্লোলে সাগরজল কোথাও দিগন্তে আছে, তাই
শুভ্র অপলক সব শঙ্খের মতন
আমাদের শরীরের সিন্ধু-তীর।
এইসব ব্যাপ্ত অনুভব থেকে মানুষের স্মরণীয় মন
জেগে ব্যথা বাধা ভয় রক্তফেনশীর্ষ ঘিরে প্রাণে
সঞ্চারিত করে গেছে আশা আর আশা;
সকল অজ্ঞান কবে জ্ঞান আলো হবে,
সফল লোভের চেয়ে সৎ হবে না কি
সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।

আমরা অনেক যুগ ইতিহাসে সচকিত চোখ মেলে থেকে
দেখেছি আসন্ন সূর্য আপনাকে বলয়িত করে নিতে জানে
নব-নব মৃত সূর্যে শীতে;
দেখেছি নির্ঝর নদী বালিয়াড়ি মরুর উঠানে
মরণেরই নামরূপ অবিরল কী যে!

তবুও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন জেগেছে শালিধান;
ইতিহাস-ধুলো-বিষ উৎসারিত করে নব-নবতর মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ করে এক তিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু
খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশনির্দেশী!

হয়তো এখনও তাই,–তবু
রাত্রি শেষ হলে রোজ পতঙ্ক-পালক-পাতা শিশির-নিঃসৃত শুভ্র ভোরে

BANGLADARSHAN.COM

আমরা এসেছি আজ অনেক হিংসার খেলা অবসান করে;
অনেক দ্বেষের ক্লান্তি মৃত্যু দেখে গেছি।

আজও তবু
আজও ঢের গ্লানি-কলঙ্কিত হয়ে ভাবি:
রক্তনদীদের পারে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির
শোকাবহ অঙ্ক কঙ্কালে কি মাছি তোমাদের মৌমাছির নীড়
অল্পায়ু সোনালি রৌদ্রে;
প্রেমের প্রেরণা নেই—শুধু নির্ঝরিত শ্বাস
পণ্যজাত শরীরের মৃত্যু-ম্লান পণ্য ভালোবেসে;
তবুও হয়তো আজ তোমরা উড্ডীন নব সূর্যের উদ্দেশে।

ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানব-জীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়—চলা যায় সময়ের পথে,
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয়,—জানি; তবু জ্ঞানের বিষণ্ণলোকী আলো
অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানব-প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে।
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।

BANGLADARSHAN.COM

মাসিক বসুমতী। মাঘ ১৩৫৩

একটি কবিতা

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে;
জানি, তবু ভোরে রাত্রে, এই মহাসময়েরই কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ের ঝরা সোনার মতন
সূর্যতারাবীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।
হে সুবর্ণ, হে গভীর গতির প্রবাহ,
আমি মন সচেতন;—আমার শরীর ভেঙে ফেলে
নতুন শরীর করো—নারীকে যে উজ্জ্বল প্রাণনে
ভালোবেসে আভা আলো শিশিরের উৎসের মতন,
সজ্জন স্বর্ণের মতো শিল্পীর হাতের থেকে নেমে:
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ;
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।

BANGLADARSHAN.COM

সারাৎসার

এখন কিছুই নেই—এখানে কিছুই নেই আর,
অমল ভোরের বেলা রয়ে গেছে শুধু;
আশ্বিনের নীলাকাশ স্পষ্ট করে দিয়ে সূর্য আসে;
অনেক আবছা জল জেগে উঠে নিজ প্রয়োজনে
নদী হয়ে সমস্ত রৌদ্রের কাছে জানাতেছে দাবি;
নক্ষত্রেরা মানুষের আগে এসে কথা কয় ভাবি;
পল অনুপল দিয়ে অন্তহীন নিপলের চকমকি ঠুকে
ঐ সব তারার পরিভাষার উজ্জ্বলতা;
আমার লক্ষ্য ছিল মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা
সহজ সঙ্গের মতো জেগে নক্ষত্রকে
কী করে মানুষ ও মানুষীর মতো করে রাখে।

তবু তার উপচার নিয়ে সেই নারী
কোথায় গিয়েছে আজ চলে;
এই তো এখানে ছিল সে অনেক দিন;
আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হলে
তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয়:
অনুভব করে আমি অনুভব করেছি সময়।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা। চৈত্র ১৩৫৫

সময়ের তীরে

নিচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে,
মাথার ওপর অগণন নক্ষত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে,
কোনো দূর সমুদ্রের বাতাসের স্পর্শ মুখে রেখে,
আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির রক্তের গুঞ্জরন শুনে,
কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম আমি।
সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো;
তাদের হৃদয়ের থেকে উত্থিত সৃষ্টিবিসারী গানে
নতুন সমুদ্রের পারে নক্ষত্রের নগ্নলোক সৃষ্টি হচ্ছে যেন;
কোথাও কোনো মানবিক নগর বন্দর মিনার খিলান নেই আর;
এক দিকে বালিপ্রলেপী মরুভূমি হু-হু করছে;
আর-এক দিকে ঘাসের প্রান্তর ছড়িয়ে আছে–
আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মতো অপার অন্ধকারে মাইলের পর মাইল।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু বাতাস উড়ে আসছে:
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে
সময়সেতুলোকে বিলীন করে দেবার জন্যে,
উচ্ছ্রিত শববাহকের মূর্তিতে।
শুধু বাতাসের প্রেতচারণ
অমৃতলোকের অপস্রিয়মাণ নক্ষত্রযান-আলোর সন্ধানে।
পাখি নেই,–সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরন;
কোনো গাছ নেই,–সেই তুঁতের পল্লবের ভিতর থেকে
অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে।

সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কী আছে?
তুমি যে মর্তনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো;

সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার করে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে।

কোথাও মিনারে তুমি নেই আজ আর
জানালার সোনালি নীল কমলা সবুজ কাচের দিগন্তে;
কোথাও বনচ্ছবির ভিতরে নেই;
শাদা সাধারণ নিঃসংকোচে রৌদ্রের ভিতরে তুমি নেই আজ;
অথবা ঝর্নার জলে
মিশরী শঙ্খরেখাসর্পিল গাগরীর সমুৎসুকতায়
তুমি আজ সূর্যজলস্ফুলিঙ্গের আত্মা-মুখরিত নও আর।

তোমাকে আমেরিকার কংগ্রেস-ভবনে দেখতে চেয়েছিলাম,
কিংবা ভারতের;
অথবা ক্রেমলিনে কি বেতসতন্বী সূর্যশিখার কোনো স্থান আছে
যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা—সকলের জন্যে।
নিঃসীম শূন্যে শূন্যের সংঘর্ষে স্বতরুৎসারা নীলিমার মতো
কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর
কোনো নগরী নেই
সৃষ্টির মরালীকে যা বহন করে চলেছে মধু বাতাসে
নক্ষত্রে—লোক থেকে সূর্যলোকান্তরে!
ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে সময়ের
জ্বলন্ত তিমিরের ভিতরে তোমাকে পেয়েছি।
শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষীসূর্যের
ডানার উড্ডীন কলরোল;
আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠছে।

BANGLADARSHAN.COM

মাসিক বসুমতী।

যতদিন পৃথিবীতে

যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে
দুই চোখ মেলে রেখে স্থির
মৃত্যু আর বঞ্চনার কুয়াশার পারে
সত্য সেবা শান্তি যুক্তির
নির্দেশের পথ ধরে চলে
হয়তো-বা ক্রমে আরও আলো
পাওয়া যাবে বাহিরে—হৃদয়ে;
মানব ক্ষয়িত হয় না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে।

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চলে যাওয়া;—গোলকধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরও বেশি ভুলে;
জীবনের কালোরঙা মানে কি ফুরুবে
শুধু এই সময়ের সাগর ফুরুলে।

জেগে ওঠে তবুও মানুষ রাত্রিদিনের উদয়ে;
চারিদিকে কলরোল করে পরিভাষা
দেশের জাতির দ্ব্যর্থ পৃথিবীর তীরে;
ফেনিল অস্ত্র পাবে আশা?
যেতেছে নিঃশেষ হয়ে সব?
কী তবে থাকবে?
আধার ও মননের আজকের এ নিষ্ফল রীতি
মুছে ফেলে আবার সচেষ্ট হয়ে উঠবে প্রকৃতি?

ব্যর্থ উত্তরাধিকারে মাঝে-মাঝে তবু
কোথাকার স্পষ্ট সূর্য-বিন্দু এসে পড়ে:
কিছু নেই উত্তেজিত হলে;

BANGLADARSHAN.COM

কিছু নেই স্বার্থের ভিতরে;
ধনের অদেয় কিছু নেই, সেই সবই
জানে এ খণ্ডিত রক্ত বণিক পৃথিবী;
অন্ধকারে সবচেয়ে সে-শরণ ভালো:
যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।

দেশ। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

BANGLADARSHAN.COM

মহাত্মা গান্ধী

অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীতে
ভালো বলে মনে হয়;—সময়ের অমেয় আঁধারে
জ্যোতির তারণকণা আসে,
গভীর নারীর চেয়ে অধিক গভীরতরভাবে
পৃথিবীর পতিতকে ভালোবাসে, তাই
সকলেরই হৃদয়ের 'পরে এসে নগ্ন হাত রাখে;
আমরাও আলো পাই—প্রশান্ত অমল অন্ধকার
মনে হয় আমাদের সময়ের রাত্রিকেও।

একদিন আমাদের মর্মরিত এই পৃথিবীর
নক্ষত্র শিশির রোদ ধূলিকণা মানুষের মন
অধিক সহজ ছিল—শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেবের।
কেমন সফল এক পর্বতের সানুদেশ থেকে
ঈশা এসে কথা বলে চলে গেল—মনে হল প্রভাতের জল
কমনীয় শুশ্রূষার মতো বেগে এসেছে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ
আশা করে আছে বলে—চায় বলে,—
নিরাময় হতে চায় বলে।

পৃথিবীর সেই সব সত্য অনুসন্ধানের দিনে
বিশ্বের কারণশিল্পে অপরূপ আভার মতন
আমাদের পৃথিবীর হে আদিম উষাপুরুষেরা,
তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে;
কোথাও বিজ্ঞান নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু;
কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী
দৃষ্টিশক্তি রয়ে গেছে: মানুষকে মানুষের কাছে
ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মতো এনে দাঁড় করাবার;
তোমাদের সে-রকম প্রেম ছিল, বহ্নি ছিল, সফলতা ছিল।
তোমাদের চারপাশে সাম্রাজ্য রাজ্যের কোটি দীন সাধারণ
পীড়িত রক্তাক্ত হয়ে টের পেত কোথাও হৃদয়বত্তা নিজে

BANGLADARSHAN.COM

নক্ষত্রের অনুপম পরিসরে হেমন্তের রাত্রির আকাশ
ভরে ফেলে তারপর আত্মঘাতী মানুষের নিকটে নিজের
দয়ার দানের মতো একজন মানবীয় মহানুভবকে
পাঠাতেছে,—প্রেম শান্তি আলো
এনে দিতে—মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী
ভেদ করে অন্তঃশীলা করুণার প্রসারিত হাতের মতন।

তারপর ঢের দিন কেটে গেছে;
আজকের পৃথিবীর অবদান আরেক রকম হয়ে গেছে;
যেই সব বড়ো-বড়ো মানবেরা আগেকার পৃথিবীতে ছিল
তাদের অন্তর্দান সবিশেষ সমুজ্জ্বল ছিল, তবু আজ
আমাদের পৃথিবী এখন ঢের বহিরাশ্রয়ী।
যে সব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হয়েছে—
সহিষ্ণুতায় ভেবে সে-সবের যা দাম তা দিয়ে
তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মতো আলোকিত মন
মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর
কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত; কেমন কঠিন
ব্যাপক কাজের দিনে নিজেকে নিয়োগ করে রাখে
আলো অন্ধকারে রক্তে—কেমন শান্ত দৃঢ়তায়।

BANGLADARSHAN.COM

এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
টেনে নিয়ে নয়—ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত করে পরকাল
দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ বলে সন্তাষণ করে নেয়—
কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
জীবনের ঢের পরিসর ভরে ক্লান্তিহীন নিয়োজনে চালায়ে নিয়েছে
পৃথিবীরই সুধা সূর্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
সকলকে—সকলের নিচে যারা সকলকে সকলকে দিতে।

আজ এই শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর সচ্ছলতা
এ-রকম প্রিয় এক প্রতিভাদীপন এনে সকলের প্রাণ
শতকের আঁধারের মাঝখানে কোনো স্থিরতর

নির্দেশের দিকে রেখে গেছে;
রেখে চলে গেছে–বলে গেছে; শান্তি এই, সত্য এই।

হয়তো-বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা;
হয়তো-বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক–
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায়;
হয়তো-বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন বলে–অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি বলে প্রচারিত করার ভিতর;
হয়তো-বা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালোভাবে লালিত জাতির
কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা–সুখে থাকা–রিরংসারক্তিম হয়ে থাকা;
হয়তো-বা বিজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রসৃতির মানে এই শুধু, এই।

চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে–মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা করেই ক্ষমতাশালী দেখ;
কবেকার সরলতা আজ এই বেশি শীত পৃথিবীতে–শীত:
বিশ্বাসের পরম সাগররোল ঢের দূরে সরে চলে গেছে;
প্রীতি প্রেম মনের আবহমান বহতার পথে
যেইসব অভিজ্ঞতা বস্তুত শান্তির কল্যাণের
সত্যিই আনন্দসৃষ্টি
সে সব গভীর জ্ঞান উপেক্ষিত মৃত আজ, মৃত,
জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর বলে;
আমরা অজ্ঞান নই–প্রতিদিনই শিখি, জানি, নিঃশেষে প্রচার করি, তবু
কেমন দূরপনেয় স্খলনের রক্তাক্তের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।

তবু এই বিলম্বিত শতাব্দীর মুখে
যখন জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের প্রশ্রয় ঢের বেড়ে গিয়েছিল,
যখন পৃথিবী পেয়ে মানুষ তবুও তার পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলেছে,
আকাশে নক্ষত্র সূর্য নীলিমার সফলতা আছে,–
আছে, তবু মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই,
শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই,
প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল,
তখন তো পৃথিবীতে আবার ঈশার পুনরুদয়ের দিন

BANGLADARSHAN.COM

প্রার্থনা করার মতো বিশ্বাসের গভীরতা কোনো দিকে নেই;
তবুও উদয় হয়—ঈশা নয়—ঈশার মতন নয়—আজ এই নতুন দিনের
আর-এক জনের মতো;
মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে
আস্থা করা যায় বলে;
হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয়;
হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে;
একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায়
পথ থেকে পথান্তরে—সময়ের কিনারায় থেকে সময়ের
দূরতর অন্তঃস্থলে;—সত্য আছে, আলো আছে; তবুও সত্যের আবিষ্কারে।
আমরা আজকে এই বড়ো শতকের
মানুষেরা সেই আলোর পরিধির ভিতরে পড়েছি।
আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয়
মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে বলে
জেগে রবে; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয়!

BANGLADARSHAN.COM

পূর্বাশা। ফাল্গুন ১৩৫৪

যদিও দিন

যদিও দিন কেবলই নতুন গল্পবিশ্রুতির
তারপরে রাত অন্ধকারে থেমে থাকা;–লুপ্তপ্রায় নীড়
সঠিক করে নেয়ার মতো শান্ত কথা ভাবা;
যদিও গভীর রাতের তারা (মনে হয়) ঐশী শক্তির;

তবুও কোথাও এখন আর প্রতিভা আভা নেই;
অন্ধকারে কেবলই সময় হৃদয় দেশ ক্ষয়ে
যেতেছে দেখে নীলিমাকে অসীম করে তুমি
বলতে যদি মেঘনা নদীর মতন অকূল হয়ে:

‘আমি তোমার মনের নারী শরীরিণী–জানি;
কেন তুমি স্তব্ধ হয়ে থাকো।
তুমি আছো বলে আমি কেবলই দূরে চলতে ভালোবাসি,
চিনি না কোনো সাঁকো।

BANGLADARSHAN.COM

যতটা দূরে যেতেছি আমি সূর্যকরোজ্জ্বলতাময় প্রাণে
ততই তোমার স্বত্বাধিকার ক্ষয়
পাচ্ছে বলে মনে কর? তুমি আমার প্রাণের মাঝে দ্বীপ,
কিন্তু সে দ্বীপ মেঘনা নদী নয়।’–

এ কথা যদি জলের মতো উৎসারণে তুমি
আমাকে–তাকে–যাকে তুমি ভালোবাস তাকে
বলে যেতে;–শুনে নিতাম, মহাপ্রাণের বৃক্ষ থেকে পাখি
শোনে যেমন আকাশ বাতাস রাতের তারকাকে।

দেশ। শারদীয়া ১৩৬০

দেশ কাল সন্ততি

কোথাও পাবে না শান্তি—যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূরদেশে?
এ মাঠ পুরোনো লাগে—দেয়ালে নোনার গন্ধ—পায়রা শালিক সব চেনা?
এক ছাদ ছেড়ে দিয়ে অন্য সূর্যে যায় তারা—লক্ষ্যের উদ্দেশে
তবুও অশোকস্তম্ভ কোনো দিকে সান্ত্বনা দেবে না।

কেন লোভে উদ্‌যাপনা? মুখ ম্লান—চোখে তবু উত্তেজনা সাধ?
জীবনের ধার্য বেদনার থেকে এ নিয়মে নির্মুক্তি কোথায়।
ফড়িং অনেক দূরে উড়ে যায় রোদে ঘাসে—তবু তার কামনা অবাধ
অসীম ফড়িংটিকে খুঁজে পাবে প্রকৃতির গোলকধাঁধায়?

ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুসূর্যের মতো হাতে;
তবে তার দিন শেষ হয়ে গেল; একদিন হতই তো, যেন এই সব
বিদ্যুতের মতো মৃদু ক্ষুদ্র প্রাণ জানে তার; যতবার হৃদয়ের গভীর প্রয়াসে
বাধা ছিঁড়ে যেতে চায়—পরিচিত নিরাশায় ততবার হয় সে নীরব।

BANGLADARSHAN.COM

অলঙ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব;
জানে তাহা কীটেরাও, পতঙ্গেরা, শান্ত শিব পাখির ছানাও;
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায়;—হে সৃষ্টির বনহংসী, কী অমৃত চাও?

যুগান্তর। শারদীয় ১৩৫৭

মহাগোধূলি

সোনালি খড়ের ভারে অলস গোরুর গাড়ি–বিকেলের রোদ পড়ে আসে।
কালো নীল হলদে পাখিরা ডানা ঝাপটায় ক্ষেতের ভাঁড়ারে;
শাদা পথ ধুলো মাছি–ঘুম হয়ে মিশছে আকাশে;
অস্ত-সূর্য গা এলিয়ে অড়র ক্ষেতের পারে-পারে

শুয়ে থাকে; রক্তে তার এসেছে ঘুমের স্বাদ এখন নির্জনে;
আসন্ন এ ক্ষেতটিকে ভালো লাগে–চোখে অগ্নি তার
নিভে-নিভে জেগে ওঠে;–স্নিগ্ধ কালো অঙ্গারের গন্ধ এসে মনে
একদিন আগুনকে দেবে নিস্তার।

কোথায় চার্টার প্যাক্ট কমিশন প্ল্যান ক্ষয় হয়;
কেন হিংসা ঈর্ষা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব;
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয়
করে চুপ হয়েছিল–আজও সময়ের কাছে তেমনই নীরব।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরসূরি। আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৬১

মানুষ যা চেয়েছিল

গোধূলির রঙ লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম;
খয়েরি শালিকগুলো খেলছে বাতাবিগাছে—তাদের পেটের শাদা রোম
সবুজ পাতার নিচে ঢাকা পড়ে একবার পলকেই বার হয়ে আসে,
হলুদ পাতার কোলে কেঁপে-কেঁপে মুছে যায় সন্ধ্যার বাতাসে।
ও কার গোরুর গাড়ি রয়ে গেছে ঘাসে ঐ পাখা মেলে ফড়িঙের মতো।
হরিণী রয়েছে বসে নিজের শিশুর পাশে বড়ো চোখ মেলে;
আঁকাবাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরুন গোধূলির
মেঘগুলো লেগে আছে; সবুজ ঘাসের 'পরে ছবির মতন যেন স্থির;
দিঘির জলের মতো ঠাণ্ডা কালো নিশ্চিন্ত চোখ;
সৃষ্টির বঞ্চনা ক্ষমা করবার মতন অশোক
অনুভূতি জেগে ওঠে মনে।...
আঁধার নেপথ্য সব চারিদিকে—কূল থেকে অকূলের দিক-নিরূপণে
শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর—তবু এই স্নিগ্ধ রাত্রি নক্ষত্রে ঘাসে;
কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলাকাশে;
মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে আসে।

BANGLADARSHAN.COM

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৬৪

আজকে রাতে

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেত; চারিদিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র ঘাস হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর;–

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
নিবিড় নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছে কোন্ পাশার দান হাতে:
কী কাজ খুঁজে;–সকল অনুশীলন ভালো নয়;
গভীরভাবে জেনেছি যে-সব সকাল বিকাল নদী নক্ষত্রকে
তারই ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে রয়।

BANGLADARSHAN.COM

হে হৃদয়

হে হৃদয়,
নিস্তব্ধতা?
চারিদিকে মৃত সব অরণ্যেরা বুঝি?
মাথায় ওপরে চাঁদ
চলছে কেবলই মেঘ কেটে পথ খুঁজে–

পেঁচার পাখায়
জোনাকির গায়ে
ঘাসের ওপরে কী যে শিশিরের মতো ধূসরতা
দীপ্ত হয় না কিছু?
ধ্বনিও হয় না আর?

হলুদ দুঠ্যাং তুলে নেচে রোগা শালিকের মতো যেন কথা
বলে চলে তবুও জীবন:
বয়স তোমার কত? চল্লিশ বছর হল?
প্রণয়ের পালা ঢের এল গেল–
হল না মিলন?

পর্বতের পথে-পথে রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত সফরে
খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে?
পতঞ্জলি এসে বলে দেবে
প্রভেদ কী যারা শুধু বসে থেকে ব্যথা পায় মৃত্যুর গহ্বরে
মুখে রক্ত তুলে যারা খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যায়?

মৃত সব অরণ্যেরা;
আমার এ জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে:
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নিচে
কেন চলে যেতে চাও মিছে;
কোথাও পাবে না কিছু;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে

BANGLADARSHAN.COM

অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে।

আমি তবু বলি:
এখনও যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহানীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।

ময়ূখ। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬১

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥